# বাংলা ভাষা

বাংলা আদি অধিবাসীর ভাষা ছিল অস্ট্রিক। আর্যরা আসার প্র
ভাষা হারিয়ে যায়। আর্যদের প্রাচীন ভাষা ছিল প্রাচীন বৈ
এই ভাষাকে সংস্কার করে নাম দেওয়া হয় সংস্কৃত ভাষা।–
সংস্কৃত ভাষা হতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, কিন্তু সাধা
মানুষ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলত না, সাধারণ মানুষের মু
মুখের ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত শব্দের শাব্দিক অ
হল স্বাভাবিক।

প্রাকৃত ভাষা থেকে সৃষ্টি হয় দুটি ভাষা, একটি পালি
এবং অপভ্রংশ। অপভ্রংশ থেকে এই বাংলা ভাষার সৃষ্টি

উৎপত্তি :–

খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। শহীদুল্
মতে, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উদ্ভব। দশ
থেকে দ্বাদশ শতাব্দীকে বাংলা ভাষার আদিস্তরের বিবা

বর্তমানে সাড়ে তিন হাজারের উপর ভাষা রয়েছে। বাংলা
ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা, বিহার, উড়
ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মুখের ভাষা বাংলা। বর্ত
প্রায় চব্বিশ কোটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলা।

# মধ্যযুগ

বাংলা সাহিত্যের ~~ম~~ মধ্যযুগ ১২০১ সাল হতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত। ১২০৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম মুসলমান শাসন সূত্রপাত এবং ~~১৭৪~~ ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে অবসান হয়। তাই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রায় মুসলিম শাসনের অন্তর্গত।

মধ্যযুগ

- আদিযুগ (১২০১-১৩৫০) ~~১৩৫০~~ ~~৬৩~~ অন্ধকার যুগ
- সুলতানী যুগ (১৩৫০-১৫৭৫)
- মোঘল যুগ (১৫৭৫-~~১৮০০~~ ১৭৫৭)

পূর্বযুগ → প্রধানত তাকে ভাঙনের যুগ বলা হয়। এই সময় কোন সাহিত্য পাওয়া যায় না। তাই অন্ধকার যুগ বলা হয়।

⇒ হরিপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি → মহামহোপাধ্যায়,

⇒ ১৯১৬ সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থে
আধুনিক লিপিতে প্রকাশিত হয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পা

⇒ চর্যাপদের সবচেয়ে প্রাচীন কবি → শবরপা,

⇒ কাহ্নপা সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ

⇒ কুক্কুরীপা তিব্বতের কাছাকাছি অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল

⇒ চর্যাপদের প্রথম কবি → লুইপা,

## বাংলা সাহিত্যের যুগ

প্রাচীন/আদিযুগ (৬৫০-১২০০ খ্রী:)

মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০ খ্রী)

আধুনিক যুগ ১৮০১-বর্ত

ডাক ও খনার বচন :—

ডাক ও খনার বচন আদিযুগের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়

ডাকের বচন → জ্যোতিষ, দেহতত্ত্ব ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা

খনার বচন → কৃষি ও আবহাওয়ার কথা প্রাধান্য পেয়েছে

চর্যাপদের রচনাকাল

ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র মতে → ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে।
ডঃ সুনীতিকুমার মতে → ৯৫০–১২০০ খ্রিস্টাব্দে,

⇒ চর্যাপদের বাঙালি কবি → শবরপা

⇒ চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত,

⇒ পদকর্তা → শহীদুল্লাহ্‌র মতে— ২৩ জন → প্রথম কবি শবরপা
সুকুমার সেনের মতে — ২৪ জন → লুইপা

⇒ শহীদুল্লাহর বই → বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সংস

সুকুমার সেনের বই → বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,

⇒ কাহ্ন

⇒ চর্যাপদ রচনা করেন ⟶ বৌদ্ধ সহজিয়াগণ,
সহজিয়াগণ বৌদ্ধ হল সহজযান বৌদ্ধ / পন্থি। তাদের কাছে সবই দেহের মত সহজ, ধারণা করা হয় সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে বাঙালির অপরিচিত আছে,

⇒ এতে মোট ৫০টি পদ আছে। কয়েক পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এতে সর্বমোট আছে ৪৬টি পদ পাওয়া গেছে
***২৩ নং পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায় তবে এর শেষ অংশ পাওয়া যায় নি,

*** ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদগুলি পাওয়া যায় নি,

⇒ মোট পদকর্তা ২৪ জন,

⇒ অনেকের মতে, আদি চর্যাকার লুইপা, তবে শহীদুল্লাহর মতে শবরপা,

⇒ আধুনিকতম কবি ভুসুকু অথবা সরহ,

⇒ কাহ্নপা সর্বাধিক ১৩টি পদ রচনা করেন, যার মধ্যে ১২টি পাওয়া গেছে।
কাহ্নপা — ১৩টি। ভুসুকু — ৮টি সরহ — ৪টি, লুইপা - পদ রচনা করে।

# বাংলা সাহিত্যের যুগ

⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য/কবিতা সংকলন হল চর্যাপদ। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের একমাত্র লিখিত নিদর্শন। ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার হতে ১৯০৭ "চর্যাচর্য বিনিশ্চয়" নামক পুথিটি আবিষ্কার করেন। এই চর্যা সাথে "ডাকার্ণব ও দোহাকোষ নামে আরও দুটি বই নেপালের দরবার হতে আবিষ্কৃত হয়।

⇒ ১৯১৬ সালে সবগুলো বই একসাথে "হাজার বছরের পুরাণ ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা নামে প্রকাশ করেন।

⇒ ধারণা করা হয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী এই পদগুলোর আবিষ্কৃত হয়।

⇒ চর্যাপদের ভাষাকে সন্ধ্যা ভাষা ও বলে। এইগুলো গান ও ক

⇒ Origin and Development of Bengali Language বইটির লেখক — ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

⇒ ০ চর্যাপদকে উড়িষ্যা, বিহার, আসাম ও পশ্চিমবাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত।

⇒ চর্যাপদের বিষয়বস্তু ছিল বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারে

# বাংলা ছাপাখানা

⇒ উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৯৮ সালে গোয়ায়। (পর্তুগীজ / কোম্পানী)

⇒ ১৭৭৮ সালে হুগলিতে চার্লস উইলকিন্স প্রথম বাংলা, বাংলার ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হয়। তিনিই বাংলার অক্ষর নকশা তৈরী করেন। তার নির্দেশনার অনুযায়ী পঞ্চানন কর্মকার বাংলার অক্ষর খোদাই করে।

⇒ উইলিয়াম কেরি ১৮০০ সালে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে।

⇒ ১৮৪৭ সালে রংপুরে বার্তাবহ যন্ত্র নামে একটি ছাপা প্রতিষ্ঠা হয়। এটিই বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা।

⇒ ঢাকায় প্রথম ছাপাখানা হয় ১৮৬০ সালে। ছাপা নাম ছিল বাংলা প্রেস। ১৮৬০ সালের মুদ্রিত দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

# বাংলা লিপি

ব্রাহ্মী লিপি হতে বাংলা লিপি ও বর্ণমালার উদ্ভব হয়। শুধু বাংলা ~~লিপিই থেকে~~ নয় সকল ~~বাং~~ ভারতীয় লিপি থেকে জন্মলাভ করে। ব্রাহ্মী লিপি হল মৌলিক লিপি। পূর্বী লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে।

ভারতীয় লিপিমালা

- ব্রাহ্মী লিপি
  - পশ্চিমা লিপি
  - মধ্যভারতীয় লিপি
  - পূর্বী লিপি
    - বাংলা লিপি।
- খরোষ্ঠী লিপি

**ভাষা**

ইন্দো - ইউরোপীয় ভাষা (৫০০০ - ৩৫০০) → শতম → ...

গৌড়ী প্রাকৃত ← প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত ← প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ← প্রাচীন ভা... আ...

মাগধী প্রাকৃতের প্রাচ্যতর রূপ

↓

গৌড় অপভ্রংশ → বাংলাভাষা।

⇒ বাংলাভাষা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার অন্তর্গত।

⇒ ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার শাখা ২টি → শতম, ও কেন্তুম

**বাংলা ভাষার উদ্ভব**

* সুনীতিকুমার এর মতে, → মাগধী প্রাকৃত থেকে।
* শহীদুল্লাহ এর মতে → গৌড়ী প্রাকৃত থেকে।

বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় →

শহীদুল্লাহর মতে → খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে।

সুনীতিবাবুর মতে → খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে।

**সৃষ্টিকাল**

সুনীতিকুমারের মতে → দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী

সুলতানি যুগ = এই সময়ে গৌড়ীয় সাহী দরবার বাংলা ও সাহিত্যের আশ্রয়রূপে গড়ে উঠে, এই যুগকে গৌড়ীয় যুগ বলা হয়।

| সুলতান | কবি | কাব্য |
|---|---|---|
| ১. গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ (ছে) | শাহ মুহাম্মদ সগীর (ই) | (ইউসুফ) জোলেখা |
| ২. (পু) জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ | কৃত্তিবাস (K) | রামায়ণ (রাম) (JK) |
| ৩. রুকনউদ্দীন বরবক শাহ | যশোরাজ খান | শ্রীকৃষ্ণ বিজয় |
| ৪. আলাউদ্দীন হুসেন শাহ | বিপ্রদাস | মনসা বিজয় |
| | বিজয়গুপ্ত | মনসামঙ্গল |
| | মালাধর বসু | শ্রীকৃষ্ণ বিজয় |
| ৫. শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ (স) | জৈনুদ্দিন (ছে) | রসুলবিজয় ও দঃ রসুল |
| ৬. নাসিরউদ্দীন নসরত শাহ | বিদ্যাপতি | বৈষ্ণবপদ |
| | কবীন্দ্র পরমেশ্বর | মহাভারত অনুবাদ। |

*** গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ এর সাথে পারস্যের কবি হাফিজ এর পত্রালাপ হয় এবং তিনি তাকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান।

মোঘল যুগ : — মুসলমান কবিগণ বাংলা কাব্য রচনা করেন।

| রাজসভা | কবি |
| --- | --- |
| সম্রাট আকবরের রাজসভা | আবুল ফজল :— সম্রাটের সভাকবি ও প্রধানমন্ত্রী। তার ঐতিহাসিক গ্রন্থ আইন-ই-আকবরী |
| আরাকান রাজসভা | দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদন, আবদুল করিম খোন্দকার, শমসের আলী |
| কৃষ্ণনগর রাজসভা | ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। |

[বিঃদ্রঃ] আইন-ই-আকবরী বইয়ে বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে সন্ধান উল্লেখ আছে।

শ্রীচৈতন্য দেবের জীবনকেন্দ্রিক → একটি পদ্ধতি রচনা করেছে তার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে।

চৈতন্য যুগ

↓ প্রাক চৈতন্য যুগ (১৩৫০–১৫০০) খ্রিঃ

↓ চৈতন্য যুগ (১৫০১–১৬০০) খ্রি

↓ চৈতন্য পরবর্তী যুগ (১৬০১–১৮০০)

# মঙ্গলকাব্য

⇒ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এক শ্রেণীর ধর্ম বিষয়ক আখ্যান কাব্য হল মঙ্গলকাব্য। মঙ্গল শব্দটির অর্থ হল "কল্যাণ", যে কাব্যে দেবতার আরাধনা করা হয় এমনকি যাহা শোনালে মঙ্গল এবং বিপরীতে অমঙ্গল তাহাই মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল এদের সাথে মঙ্গল কথা থাকলেও তাহা মঙ্গলকাব্য নয়।

⇒ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে মঙ্গলকাব্যের কবি ৬২

⇒ ~~মনসামঙ্গলের~~ মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা তিনটি। মনসা চণ্ডীমঙ্গল, ও অন্নদামঙ্গল।

⇒ মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য হল দেবীর আরাধনা, মঙ্গলকাব্যে মোট ৫টি অংশ থাকত।

মঙ্গলকাব্য দুই ধরনের—

১. পৌরাণিক শ্রেণী ⟶ অন্নদামঙ্গল, ~~চণ্ডীমঙ্গল~~ চণ্ডীকামঙ্গল, ~~গে~~ গৌরীমঙ্গল
২. লৌকিক শ্রেণী ⟶ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসু...

⇒ ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে বসন্ত

বসন্তরঞ্জন রায়ের এর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হ

⇒ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রধান তিনটি চরিত্র হল —

① কৃষ্ণ (পরমাত্মা বা ঈশ্বর) ② রাধা (জীবাত্মা বা প্রাণী

③ বড়ায়ি (রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দূতি)

⇒ প্রথম ও শেষ পাতা পাওয়া যায়নি, এবং পু

একটি চিরকুটে "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ" লেখা থাকায় অনেক

এর নাম দেন শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

⇒ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সর্বমোট তের বা ১৩ খণ্ডের।

⇒ বংশীখণ্ড বাঁশিই মুখ্য ছিল, মানবতা ছিল গৌণ।

⇒ কানু ছাড়া গীত নাই → এটি ছিল বংশীখণ্ড।

⇒ কানু হল কৃষ্ণ।

## ব্রজবুলি ভাষা

বৈষ্ণব পদাবলী অধিকাংশই রচিত হয় ব্রজবুলি ভাষায়, এটি মৈথিলী ও বাংলার মিশ্রণে একটি সাহিত্যিক ভাষা, এতে কিছু হিন্দি শব্দও আছে। ব্রজবুলি কখনও মানুষের মুখের ভাষা ছিল না। মিথিলার রাজসভার কবি বিদ্যা[পতি] এই ভাষার স্রষ্টা,

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

⇒ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। এটি মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন। বড়ু চণ্ডীদাস এটি রচনা কা[রেন]

⇒ ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত রাধা-কৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কি[ত] রচনা।

উপজীব্য :- মূলত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের আড়ালে ঈশ্বরের প্র[তি] জীবকুলের আকুলতাই এখানে প্রধান উপজীব্য,

⇒ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি এই কাব্য রচ[না] করেন।

⇒ ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়া[ল]

জ্ঞানদাস

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলী অন্যতম কবি (পদকর্তা) হিসে

বিখ্যাত ছিলেন। তার পদ সংখ্যা প্রায় চার শত, ই

প্রথম বাংলা ও ব্রজবুলিভাষায় পদ লেখেন।

তার বিখ্যাত পদগুলো হল —

⇒ সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।

⇒ রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।

(জ্ঞানদাস)

গোবিন্দদাস:— চৈতন্যোত্তর পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা — গোবিন্দদাস

তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তার প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে

শ্রীজীব গোস্বামী তাকে কবিরাজ উপাধি দেন। ~~বিদ্যাপতি~~

~~তিনি~~ মিথিলার রাজসভার কবিবিদ্যাপতি গোবিন্দ দাসের কাব্য

তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন,

উল্লেখযোগ্য পদ ⟶ ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণি
⟶ যাহা যাহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি
⟶ কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল,
⟶ মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।

তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে।

সুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই,

কিন্তু মধ্যযুগে একাধিক কবি নিজেকে চন্ডীদাস বলে দাবি করেন। ডঃ শহীদুল্লাহ এর মতে, চন্ডীদাস তিন জন : বড়ু চন্ডী দ্বিজ চন্ডীদাস, ও দীন চন্ডীদাস। এদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চন্ডীদাস সবচেয়ে প্রাচীন কবি।

আমার বঁধু আন বাড়ি যায়
আমার আঙিনা দিয়া।
দ্বিজ চন্ডীদাস।

চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি – চন্ডীদাস।

# মৌলিক সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল → বৈষ্ণব পদাবলী

বৈষ্ণবদের উপাস্য হল শ্রীকৃষ্ণ।

## বৈষ্ণব পদাবলীর পদকর্তা

1. বিদ্যাপতি :—

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়ি তার পদগুলি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। তিনি অবাঙা কবি। তিনি বাংলা পঙক্তি না লিখেও বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত মর্যাদাবান কবি হিসেবে পরিচিত।

বিদ্যাপতির উপাধি — এই নামে পরিচিত: মৈথিলী কোকিল, অভিনব জয়দেব, কবিকণ্ঠহার।

চণ্ডীদাস :—

বাংলা ভাষার বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদা

রাধাকৃষ্ণের ~~আধ্যাত্মিক~~ আধ্যাত্মিক প্রেমবিষয়ক পদের রচয়িতা

চণ্ডীদাস রাধার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছেন "সই আমার মরণ ভালো।" ঐ পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হল চণ্ডীদাস। তিনি জনগণকে প্রেম বুঝিয়েছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম মানবতাবাদী কবি।

# অন্ধকার পরবর্তী যুগ বা মধ্যযুগ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমগ্র সৃষ্টি "অনুবাদ ও মৌলিক এই দুই শ্রেণীতে রচিত।

মৌলিক রচনা :— যেমন, বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য, ইত্যাদি।

অনুবাদ → সংস্কৃত থেকে অনুদিত যেমন, রামায়ণ, মহাভারত, ভা

→ আরবি ও ফারসি, হিন্দি ভাষা হতে মুসলমান কবি রচিত প্রণয়োপাখ্যান কাব্যগুলো।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

- মৌলিক সাহিত্য
  - বৈষ্ণব পদাবলী
  - জীবনী সাহিত্য
  - মঙ্গলকাব্য
  - লোকসাহিত্য
  - নাথসাহিত্য
  - মর্সিয়া
- অনুবাদ সা
  - আরবি, ফারসি হিন্দি থেকে প্রণয়োপাখ্যান
  - সংস্কৃত থেকে

# অন্ধকার যুগ

(১২০১ — ১৩৫০) খ্রী: কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধ
যুগ বলে। এই যুগে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল —

① শূন্যপুরাণ → রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজা পদ্ধতি গ্রন্থ

② সেক শুভোদয়া → অশুদ্ধ বাংলা এবং সংস্কৃত মিশ্রিত একটি গ্রন্থ। সুনীতিকুমার একে dog sansk বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটি রচনা করেন রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র।

[***] শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী নিয়ে বাংলার জীবনী সাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়।

⇒ বাংলায় চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থের নাম - লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল।

⇒ বাংলাভাষায় অদ্বিতীয় ও সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল চৈতন্যজীবনী হল — কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত।

# মনসামঙ্গল:

সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হল মনসা, তার অপর না(ম) কেতকা ও পদ্মা দেবী। এই দেবীর কাহিনী নিয়ে রচি(ত) কাব্য হল মনসামঙ্গল। কোথাও তা পদ্মপুরাণ নামে পরিচিত।

=> মনসামঙ্গলের আদি কবি হল কানা হরিদত্ত। তি(নি) ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি।

=> উল্লেখযোগ্য কবি — নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পি(পিলাই), দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস, ইত্যাদি।

=> মধ্যযুগের একমাত্র মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা ছিলে(ন) দ্বিজ বংশীদাস।

=> বিজয় গুপ্তের কাব্যের নাম - পদ্মাপুরাণ

=> বিপ্রদাস পিপিলাই এর কাব্যের নাম - মনসাবিজয়, এ(ই) গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল - গদ্য (রচিত)।

=> মনসামঙ্গল এর প্রধান চরিত্র হল চাঁদ সওদাগর, বেহুলা লখিন্দর।

## চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডী দেবীর কাহিনী নিয়ে রচিত চণ্ডীমঙ্গল।

⇒ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। জমিদার রঘুনাথ তার কবিতার প্রতিভার স্বীকৃতস্বরূপ তাকে কবি উপাধি দেন।

⇒ চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি ⟶ মানিক দত্ত।

## ধর্মমঙ্গল

⇒ ধর্মঠাকুরের নামে যে মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হয়েছে তার নাম ধর্মমঙ্গল।

⇒ ধর্মমঙ্গল ধারার প্রধান কবি (আদি ও প্রথম কবি) ⟶ ময়ূরভট্ট।

⇒ ধর্মমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ⟶ ঘনারাম চক্রবর্তী।

# অন্নদামঙ্গল

মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ড – শিবায়ন অন্নদামঙ্গল, ২য় খণ্ড – বিদ্যা কালিকামঙ্গল এবং ৩য় খণ্ড → মানসিংহ অন্নদামঙ্গল। এই তিন খণ্ডকে স্বতন্ত্র কাব্য বলা হয়।

⇒ নবদ্বীপের মহারাজ ভারতচন্দ্রকে রায়গুণাকর উপাধি দেন।

⇒ ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা – অন্নদামঙ্গল।

⇒ অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঈশ্বরী পাটনী প্রার্থনা → আমার স যেন থাকে দুধে-ভাতে।

⇒ কালিকামঙ্গল → দেবী কালীর মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত।

⇒ কালিকামঙ্গলের আদি কবি → কবি কঙ্ক।

⇒ চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ রামদেব চণ্ডী আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত "অভয়ামঙ্গল"।

⇒ ভারতচন্দ্রের লেখা → সত্যপীরের পাঁচালী, মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান, রসমঞ্জরী, অন্নদামঙ্গল, নাগাষ্টক, গঙ্গাষ্টক, চণ্ডীনাটক ইত্যাদি।

(ক) নাথ গীতিকা :— স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন রংপুর জেলা মুসলিম কৃষকের কাছ হতে সংগ্রহ করে, মানিকচন্দ্র রাজার গান নামে প্রকাশ করেন।

(খ) ময়মনসিংহ গীতিকা :—
ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বিভক্ত সাবেক বৃহত্তর ময়মনসিং জেলার পূর্বাংশের নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর বিল, নদ নদী প্রভৃতি অঞ্চলে যে গীতিকা বিকশিত হয় তা সে ময়মনসিংহ গীতিকা নামে পরিচিত

⇒ ড: দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকাগুলোর সংগ্রহ করে তা মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশ করেন।

⇒ মৈমনসিংহ গীতিকা বিশ্বের ২৩টি ভাষায় অনূদিত মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যতম গীতিকা হচ্ছে → মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দেওয়ান মদিনা, দ... কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা এবং কাজল রেখা

অঞ্চলভেদে লোকগীতির পার্থক্য দেখা যায় —

পশ্চিমবঙ্গের ⟶ ভাদু, টুসু, ঝুমুর

উত্তরবঙ্গের ⟶ গম্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া

পূর্ববঙ্গের ⟶ সারি, ঘাটু

হারামণি ⟶ বিখ্যাত প্রাচীন লোকগীতির সংকলন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক।

গীতিকা :- এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতিকে বলে গীতিকা। ইংরেজীতে বলা হয় ব্যালাড। Ballad শব্দটি ফরাসি বা Ballad বা নৃত্য শব্দ থেকে এসেছে। ইউরোপে প্রাচীনকালে যে নাচের সাথে যে কবিতা গাওয়া হত তাকেই Ballad বা গীতিকা বলা হয়। এটি তিন বিভক্ত।

## লোকসাহিত্য :-

লোকসাহিত্য বলতে বোঝায় জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথাকাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি

→ ডাক ও খনার বচন বাংলা লোকসাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে পরিচিত।

→ ইংরেজী Folklore শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ

লোকসাহিত্য

- ছড়া
- লোকগীতি
- গীতিকা
- কথা (উপকথা, রূপকথা ও ব্রতকথা)
- ধাঁধা
- প্রবাদ

## লোকগীতি :

লোকসমাজে মুখে মুখে যে গীত চলে আসছে তা হল লোকগীতি। এতে কোন কাহিনী থাকে না,

→ হারামণি হল বিখ্যাত প্রাচীন লোকগীতি, মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক।

আদি কবি:— শেখ ফয়জুল্লাহ মর্সিয়া সাহিত্যের আদি
তার জয়নবের চৌতিশা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

⇒ দৌলত উজির বহরাম খান:— জঙ্গনামা কাব্য রচনা করেন। কারবালার বিষাদময় যুদ্ধবিগ্রহ এ কাব্যের অন

শোককাব্য রচনা

| কবির নাম | কাব্যের নাম |
| --- | --- |
| 1. দৌলত উজির বহরাম খান | ইমাম বিজয়, জঙ্গনামা |
| 2. শেখ ফয়জুল্লাহ | জয়নবের চৌতিশা |
| 3. মুহম্মদ খান — | মক্তুল হোসেন কা |
| 4. হায়াৎ মামুদ | কারবালা কাব্য |
| 5. আব্দুল আলিম | হানিফার লড়াই |
| 6. নজর আলী | হানিফার কারবালা যাত্রা |

## নাথ সাহিত্য

→ প্রাচীনকালে শিব উপাসক ও যোগী সম্প্রদায়ের এক ধরনের ধর্ম ছিল তার নাম নাথ সাহিত্য।

→ ১৭ ১৮৭৮ সালে জর্জ গ্রীয়ারসন রংপুর থেকে সংগ্রহীত একটি গীতিকা "মানিকচন্দ্র রাজার গান" নাম করে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়।

→ ভীমসেন, শ্যামদাস সেন, শেখ ফয়জুল্লাহ, এই সাহিত্যের প্রধান কবি।

→ শেখ ফয়জুল্লাহ :— গোরখবিজয় কাব্যের রচয়িতা

## মর্সিয়া সাহিত্য :—

মর্সিয়া আরবি শব্দ যাহার অর্থ শোক বা আহাজারি করা। মার্সিয়া সাহিত্য মূলত শোককাব্য,

উপজীব্য: কারবালা প্রান্তরে নিহত ইমাম হাসান ও হোসেন এর উপজীব্য করে মর্সিয়া সাহিত্য উদ্ভব।

⇒ সৈয়দ সুলতানের শবে-মিরাজ গ্রন্থে রসুল হজরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মেরাজের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

⇒ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ধর্ম প্রচার ও যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে "রসুল বিজয়" কাব্যে।

⇒ নবীযুগে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ জীবনীভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ কাব্য "রসুল চরিত"।

## জীবনী সাহিত্য

কড়চা :→ কড়চা শব্দের শাব্দিক অর্থ- ডায়েরী বা দিনলি
তবে বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ কড়চা নামে পরিচি

| কড়চা | রচয়িতা |
|---|---|

1. বৃন্দাবনদাস → চৈতন্যভাগবত। বাংলাভাষার শ্রীচৈতন্যদেবের ১ম
২. লোচন দাস → চৈতন্যমঙ্গল।
3. কৃষ্ণদাস কবিরাজ → চৈতন্যচরিতামৃত ! বাংলাভাষার সবচে
তথ্যবহুল শ্রীচৈতন্য জীবনী

জীবনী সাহিত্য :— সৈয়দ সুলতান ১৫৫০ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার রচিত কাব্য → 1. নবীবংশ, 2. শব-ই-মিরাজ 3. রসু
4. ওফাত-ই-রসুল 5. জয়কুম রাজার লড়াই 6. ইবলিসনামা
7. জ্ঞান চৌতিশা 8. জ্ঞান প্রদীপ, 9. মারফতী গান ও পদা

⇒ তিনি নবীবংশ গ্রন্থের জন্য বিখ্যাত। এটি নবীদের জী
জীবনলেখ্য ধরনের গ্রন্থ, ১৫৮৪ সালে এটি প্রকাশিত হ

⇒ নবীবংশ ফারসি কাব্য কাসাসুল আম্বিয়া অনুসরণে লেখ

⇒ নবীরসুলের ইতিবৃত্ত ও ইসলামের ধর্মকথা → বাংলাভাষ

ক. মহুয়া পালা → ময়মনসিংহ গীতিকার শ্রেষ্ঠ পালা
এটি একটি প্রণয় আখ্যান, রচয়িতা → দ্বিজ কানাই,

খ. দেওয়ানা মদিনা → রচয়িতা মনসুর বয়াতি,

গ. ~~কাজল~~ কাজল রেখা।

<u>পূর্ববঙ্গ গীতিকাঃ</u>—

পূর্ববঙ্গ গীতিকা পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে এবং অধিকাংশ গীতিকা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকাগুলো পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে প্রকাশ করেন।

উল্লেখযোগ্য গীতি → নিজাম ডাকাতের পালা, কাফন চোরা, কমল সদাগর।

<u>ধাঁধাঃ</u> রূপকের মাধ্যমে ও বিজ্ঞানের আকারে কোন একটি লোক সূক্ষ্মবুদ্ধি ও চিন্তার অনুশীলনের মাধ্যমে উত্তর প্রকাশিত হয় তাকেই ধাঁধা।

Extra

# অনুবাদ সাহিত্য :—

## অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবি :→

### কৃত্তিবাস ওঝা :—

নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে মুখুটি বংশে জন্ম —

⇒ কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণ রচয়িতা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। তিনি রামায়ণের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক

⇒ কৃত্তিবাস ওঝার অপর নাম → শ্রীরাম পাঁচালি।

⇒ ১৮০২-০৩ সালে শ্রীরামপুরের প্রেস থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশিত হয় পাদ্রীদের আগ্রহে।

⇒ মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাবই বেশি।

### চন্দ্রাবতী

⇒ ~~তিনি~~ চন্দ্রাবতী ~~কবি~~ মধ্যযুগের একমাত্র মহিলা কবি। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতোয়ারি গ্রামে ১৫[illegible] ~~[illegible]~~ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রামায়ণের অনুবাদক

ছড়া : লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি হল ছড়া। ছড়াগুলো রসের প্রাধান্য পায়।

**কথা** :— কথা বা ইংরেজীতে যাহা Folk-lore নামে পরিচিত, এটি তিন প্রকার (i) রূপকথা (ii) উপকথা (iii) ব্রত

রূপকথা :— মানুষ রাজ্যের সাথে যার কোন যোগাযোগ নাই তাহাই হল রূপকথা,

যেমন → দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠানদিদির থলে। ইত্যাদি।

উপকথা :— পশুপাখির চরিত্র নিয়ে যে সব কাহিনী গড়ে উঠেছে তাহাই হল উপকথা,

যেমন → ঈশপের উপকথা।

ব্রতকথা → বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েলি ব্রতে যে কথা বলা হয়েছে এবং ধর্ম বোধের কথা বলা হয়েছে তাই ব্রতকথা।

⇒ বাংলা সাহিত্যের একমাত্র — প্রথম মহিলা কবি হলে চন্দ্রাবতী।

⇒ চন্দ্রাবতীর পিতা → মনসামঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজ বংশী

⇒ রামায়ণ ছাড়া চন্দ্রাবতী রচিত কাব্য — মলুয়া, দস্যু কেনারাম

⇒ চন্দ্রাবতীর গাথাগুলো চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করেন

⇒ দীনেশ চন্দ্র সেনের পূর্ববঙ্গ গীতিকার সন্ধান পাওয়া যায়।

দৌলত উজির বহরাম খান

⇒ মধ্যযুগের অন্যতম কবি দৌলত উজির বহরাম খান। এটি তার উপাধি ছিল। তার প্রকৃত নাম আসাউদ্দিন। তিনি চেরাগ শাহের কর্তা।

⇒ তার প্রথম কাব্য → জঙ্গনামা বা মুক্তল হোসেন

⇒ জঙ্গনামা বা মুক্তল হোসেন → কারবালার কাহিনী নিয়ে

⇒ তার শ্রেষ্ঠ রচনা → লায়লী মজনু। এই কাহিনীর উৎস হল — আরবি লোকগাথা।

## কোরেশী মাগন ঠাকুর:

⇒ রোসাঙ্গরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এবং আলাওলের প্রথ. পৃষ্ঠপোষক।

⇒ চন্দ্রাবতী" কোরেশী মাগন ঠাকুরের একমাত্র কাব্য-

⇒ তিনি বাংলা, আরবি, ফারসি, বর্মি ও সংস্কৃত ভাষায় অভি পন্ডিত ছিলেন।

# আরাকান রাজসভার কবি

** দৌলত কাজী → রাজসভার অন্যতম কবি। আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালী কবি। লৌকিক কাহিনীর আদি কবি। তিনি সুফি মতাবলম্বী ছিলেন।

** আলাওল → আরাকান রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি। মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবি। জন্ম চট্টগ্রাম জোবরা গ্রাম। তিনি আরাকান রাজসভার রাজ জমাদারের রাজদেহরক্ষী অশ্বারোহী। তৎসময় আরাকানের রাজা ছিলেন সুধর্মা।

→ পদ্মাবতী তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি একটি ইতিহাস আশ্রিত রোমান্টিক উপাখ্যান।

→ তাঁর মৃত্যু → ১৬৮০ সালে

উল্লেখযোগ্য রচনা → পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, হপ্ত পয়কর, সিকান্দার নামা, তোহফা ইত্যাদি।

# আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য :—

আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে "রোসাঙ্গ" বা "রোসাঙ্গর" ন
উল্লেখ করা হয়েছে। আরাকান, বার্মার উত্তর-পশ্চি
সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে অবস্থ
আরাকানের অধিবাসীরা মূলত বাংলাদেশে মগ
নামে পরিচিত। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে আরাকান
রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ অনুকূল সাহিত্য
সৃষ্টি হয়।

| কবি | পৃষ্ঠপোষক | কাব্য |
|---|---|---|
| 1. দৌলত কাজী | আশরাফ খান | সতীময়না লোর চন্দ্রানী অসমাপ্ত |
| 2. মরদন | | নসিবনামা |
| 3. আলাওল | মাগন ঠাকুর →<br>সৈয়দ মুসা →<br>সোলায়মান →<br><br>সৈয়দ মহম্মদ খান →<br>মজলিস নবরাজ → | পদ্মাবতী<br>সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল<br>সতীময়না লোর চন্দ্রানী বাকিংশ<br>তোহফা<br>সপ্ত পয়কর<br>সিকান্দর নামা। |
| 4. কোরেশী মাগন ঠাকুর | | চন্দ্রাবতী |
| 5. আব্দুল করিম খোন্দকার | আতিবর | দুল্লা মজলিস |

অনুবাদ সাহিত্য — mp3

page → ২৫

অনুবাদ সাহিত্য

অ্যাসাইনমেন্ট

page — 49.

## মালাধর বসু

⇒ ভাগবত পুরাণের অনুবাদক হিসাবে তিনি পরি

⇒ তার অনুদিত ভাগবতের নাম – শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা শ্রীকৃষ্ণ

⇒ মালাধর বসু রচিত "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" কাব্যের উৎক
ও লোকপ্রিয়তার কারণে গৌড়ের সুলতান রুকন
বারবক শাহ তাকে "গুণরাজ খান" উপাধি দেন।

## মহাভারত :–

⇒ মহাভারত মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত, এটি
~~বাংলায় অনু~~ রচনা করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব,
এটি বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর

⇒ গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সেনাপতি
লস্কর পরাগল খানের উৎসাহে কবি এই কাব্য রচনা
করেন বলে একে "পরাগলী মহাভারত" নামে খ্যাত,

⇒ পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের আদেশে শ্রী
নন্দী রচিত কাব্য ছুটিখানী মহাভারত নামে পরিচি

⇒ মহাভারতের সবচেয়ে প্রাঞ্জল ও জনপ্রিয় ভাষায় অনু
করেন সপ্তদশ শতকের কবি → কাশীরাম দাস,

# রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলিম কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

## শাহ মুহাম্মদ সগীর :-

⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি হলেন শাহ মুহাম্মদ সগীর, তিনিই মুসলমান কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কবি বলা হ

⇒ শাহ মুহাম্মদ সগীর গৌড়ের শাসকের কবি ছিলেন তার কাব্যের নাম — ইউসুফ-জোলেখা, তার পৃষ্ঠপোষ ছিলেন গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ, এটি একটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্য,

⇒ শাহ মুহাম্মদ সগীর ছাড়াও "ইউসুফ জোলেখা" নামে আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ, গোলাম সাফাত উল্লাহ, সাদেক আলী ও ফকির মোহাম্মদ কাব্য রচনা করেন, কি সগীরের কাব্যই শ্রেষ্ঠ,

⇒ ইউসুফ-জোলেখা প্রায় তিন হাজার বছরের পুরাতন,

কবিগান

কবিগান মূলত দুই দলের বিতর্কের মাঝে অনুষ্ঠিত হত কবিওয়ালার মূলত ভাষা যারা তাদের বিনিময় মনোরঞ্জন করতেন।

*** গোজলা গুই → তিনি কবিগানের আদিগুরু নামে পরিচিত।

(***) ভবানী বেনে, ভোলা ময়রা, হরুঠাকুর, এন্টনি ফি রামবসু, কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতির কথা উ

*** → হরু ঠাকুরকে কবিগানের শ্রেষ্ঠ কথাকার ব

পুঁথিসাহিত্য :—

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্বিভাষিক আরবি-ফারসি শব্দমি এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে এক যে কাব্য রচনা করা হয়েছিল তাই পুঁথিসাহিত্য, একে কেউ বটত পুঁথি নামেও চিহ্নিত করেছেন। আরবি ফারসি প্রভা থাকলে একে দোভাষী পুঁথিও বলা হয়।

# যুগ সন্ধিক্ষণ / অবক্ষয় যুগ

⇒ মধ্যযুগের পরিধি ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ বিস্তৃত বলে বিবেচনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে এই যুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের তিরোধানের মধ্যে মধ্যে এই যুগের অবসান ঘটে। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নেই, তাই ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত "যুগ সন্ধিক্ষণ" বা অবক্ষয় যুগ বলা হয়।

অবক্ষয় যুগে বাংলা সাহিত্য

- কবিগান
- পুঁথিসাহিত্য

মোহিতলাল P page → 40 Romantic Poetry

<u>আবদুল হাকিম:</u>

⇒ সপ্তদশ শতকের মুসলমান কবি আবদুল হাকিম।
জন্মস্থান নোয়াখালীর সুধারামপুর।

⇒ তার রচিত কাব্যগুলোর হল → নূরনামা, ইউসুফ-জোলে
লালমতি, সয়ফুলমুলক, শিহাবুদ্দীন, নসীহৎনামা, কার
ও শহরনামা।

⇒ তার শ্রেষ্ঠ কাব্য → নূরনামা,

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি,
সেই দোষে অই কাব্য লেখ করলাম

## উল্লেখযোগ্য কবি: —

→ কবি কৃষ্ণরাম দাস : — এই ধারায় প্রথম কব রায়মঙ্গল ছিল তাঁর কাব্য নাম,

→ সৈয়দ হামজা — : মিশ্র রীতিতে তার কাব্যগুলো হল, আমীর হামজা (২য় অংশ), ~~জৈগুনের পুথি~~ ~~ইউসুফ জোলেখা~~ ~~সোনাভান~~, ~~সত্যপীরের~~ ~~পুথি ইত্যাদি~~, জৈগুনের পুথি, হাতেম তাই ইত্যাদি, মধুমালতী — ফারসি কাব্য হতে রচিত অনুবাদ কাব্য,

## ফকির গরীবুল্লাহ

→ দোভাষী পুথি সাহিত্যের আদি ও শ্রেষ্ঠ লেখক হলেন ফকির গরীবুল্লাহ,

⇒ ঐ মিশ্র রীতিতে তার কাব্যগুলো হল আমীর হামজা (১ম অংশ) ~~জৈগুনের~~ ইউসুফ জোলেখা, সোনাভান, সত্যপীর পুথি,

## টপ্পা গান

⇒ কবিগানের সমসাময়িককালে কলকাতা ও শহরতলীতে টপ্পাগান নামে রাগ- রাগিণীযুক্ত এক ধরণের ওস্তাদি গানের প্রচলন ঘটে। হিন্দি টপ্পা গান এর আদর্শ

⇒ বাংলার টপ্পা গানের জনক ছিলেন নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত। ক.

⇒ এই টপ্পা থেকেই আধুনিক গীতিকবিতার সূচনা বলে অনেকের ধারণা।

⇒ এই গানের বৈশিষ্ট্য হল মননশীলতা এবং যা তৎকালীন নাগরিক জীবনের ফল।

## পাঁচালী গান

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাঁচালী গান এদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। এদের খ্যাত শক্তিশালী কবি ছিলেন গঙ্গানারায়ণ রায় বা ও দাশরথি রায়।

উদাহরণ :— কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, মঙ্গলকাব্যের পালা ইত্যাদি।

# ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বা দুই যুগের মিলনকারী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তার বাড়ি ২৪ পরগনার কাঞ্চনপাড়ার শিয়ালডাঙ্গায় ১৮১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন,

মৃত্যু :— যুগসন্ধিক্ষণের কবি ~~১৮~~ ১৮৫৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কবিতা → তপসে মাছ, আনারস, নীলকর, বাঙালীর

কাব্যগ্রন্থ → প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর

নাটক → বোধেন্দু বিকাশ,

⇒ তার রচনায় বাঙালীর ভোগ কবিতায় স্ত্রী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন না,

⇒ 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মিলনকারী

⇒ তিনি পেশায় সাংবাদিক ছিলেন,

⇒ দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া